দৈনিক সংবাদ

তারিখ 02 MAR 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

ছাত্র রাজনীতি ও শিক্ষাঙ্গন

রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ গত রোববার বাংলাদেশ স্কাউটস জাতীয় কাউন্সিলের উদ্বোধনী ভাষণে বলেছেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সন্ত্রাস আজ নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ব্যানারে ছাত্র সংসদগুলোর সন্ত্রাসীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে যুদ্ধের ময়দানে পরিণত করেছে। সশস্ত্র তরুণরা হল দখল, টোল আদায় ও নির্মাণকাজে চাঁদাবাজিকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে। আইন তাদের কিছুই করতে পারছে না। তিনি দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে এনে দেশকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষার জন্য রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতির এই আহ্বান নতুন নয়। রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই তিনি ছাত্র রাজনীতির নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কঠোর সমালোচনা করে আসছেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা? দেশের সর্বোচ্চ পদের অধিকারী রাষ্ট্রপতির উপদেশ–পরামর্শ এমনকি সতর্কবাণীও কোন সুফল বয়ে আনতে পারেনি। কোন রাজনৈতিক দল বা নেতাই তার আহ্বানে কর্ণপাত করেননি।

রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন স্কাউটস সম্মেলনের মঞ্চে দাঁড়িয়ে যখন শান্তির ললিত বাণী শোনাচ্ছেন, তখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আমরা কি দেখি? বিভিন্ন ব্যানার ও সংগঠনের নামে ছাত্র সমাজের একাংশ পড়াশুনা বাদ দিয়ে আত্মকলহ ও খেয়োখেয়িতে ব্যস্ত। তাদের মস্তানি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে মাসের পর মাস শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। বিবদমান ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষে হতাহতের খবরও প্রায়শ পত্রিকায় দেখা যায়। বাবা–মা যে সম্ভাবনাময় সন্তানকে শিক্ষার ব্রত দিয়ে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান তারা যদি লাশ হয়ে ফিরে আসে তা হলে তার জবাব কী? এ ধরনের ঘটনা কেবল দুর্ভাগ্যজনক নয়, লজ্জাজনকও। সাম্প্রতিককালে ছাত্র নামধারী এক শ্রেণীর সন্ত্রাসীর দৌরাত্ম্য শিক্ষাঙ্গনের বাইরেও জনজীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলছে। বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বা বাইরে কোন নির্মাণকাজে তারা জোরপূর্বক মোটা অংকের চাঁদা আদায় করে থাকে। রাষ্ট্রপতির ভাষণে এই নির্মম সত্যটিই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তা হলে প্রশ্ন, ছাত্ররা বইখাতা ছেড়ে এখন কি মস্তানি–চাঁদাবাজিকেই মোক্ষ হিসেবে নিয়েছে। আমরা অবশ্য বলছি না সাধারণ ছাত্ররা এই ধরনের অপকীর্তি–কুকীর্তিতে জড়িত। সাধারণ ছাত্ররা নির্ঝঞ্ঝাটে পড়াশুনা করতে চায়। কিন্তু তাদের সেই সুন্দর ও সুস্থ পরিবেশও নষ্ট করছে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাসী সমর্থকরা। এ কারণেই বছরখানেক আগে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন পাঁচ–দশ বছরের জন্য ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার কথা বলেছিলেন। তখন চাকের ভীমরুলের মতো প্যাডসর্বস্ব সাইনবোর্ডসর্বস্ব ডান–বাম সংগঠন থেকে শুরু করে প্রায় সকল রাজনৈতিক দলই হৈচৈ বাধিয়ে দেয়। ছাত্রদের অধিকার সম্পর্কে তাদের দরদ উথলে ওঠে; কিন্তু রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায়, যখন ছাত্র সংগঠনগুলো মস্তানি ও সন্ত্রাসী তৎপরতা চালায় তখন তারা মুখে কুলুপ এঁটে থাকে। তারা বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের অপকীর্তি কেবল নীরবে সমর্থনই করেন না প্রায়শ বক্তৃতা–বিবৃতি দিয়ে রীতিমত সাফাই গেয়ে থাকে। এসবের মাধ্যমে কি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ছাত্রদের মস্তানি ও সন্ত্রাসী তৎপরতাকে সমর্থন যুগিয়ে যাচ্ছে না? এক্ষেত্রে ডান–বাম–মধ্য সকল দলের মধ্যে একটা অলিখিত আঁতাত রয়েছে। সেই আঁতাতই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সন্ত্রাসের অভয়ারণ্যে পরিণত করেছে।

এ ধরনের পরিস্থিতি শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, সমগ্র দেশের সর্বনাশ ডেকে আনবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাঁচানোর এখনো সময় আছে। কতিপয় সন্ত্রাসী ও সমাজবিরোধীদের কারণে গোটা শিক্ষাঙ্গন ও ছাত্রসমাজ জিম্মি থাকবে সেটি কোনভাবে কাম্য নয়। রাষ্ট্রপতির বক্তব্যে এই সাবধানবাণীই উচ্চারিত হয়েছে। এই মুহূর্তে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা না গেলেও যেসব ছাত্র সংগঠন ও ছাত্র নামধারী নেতা সন্ত্রাস ও মস্তানির সঙ্গে জড়িত তাদের সঙ্গে কোন প্রকার সম্পর্ক বা সংশ্রব না রাখার জন্য আমরা সরকারি ও বিরোধী রাজনৈতিক দল ও নেতাদের প্রতি আহ্বান জানাই। এ ব্যাপারে চাই প্রকাশ্য ঘোষণা।